গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স" এর ৩৮তম সভার কার্যবিবরণী

স্থান ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ঃ-১৯ জানুয়ারী ২০১৪
সময় ঃ- ১০.০০ ঘটিকায়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম ভিকারুন নেছা এর সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে সভাপতি সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ কুশল বিনিময় করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নব-নিযুক্ত মহাপরিচালক জনাব এ জেড এম মমতাজুল করিম সভায় উপস্থিত থেকে সরকারী সম্পত্তি রক্ষার সকলকে একযোগে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর কমিটির সদস্য সচিব ড. নলিনী রঞ্জন বসাক ধারাবাহিকভাবে বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন ও পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন। সভার ১ম পর্যায়ে ডিএই সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ২য় পর্যায়ে বিএডিসিসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সমস্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

ক্র	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	**গত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ** ঃ গত সভার কার্য-বিবরণীতে কোন সংশোধনী পাওয়া যায় নাই।	গত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।	আইন অধিশাখা/ কৃষি মন্ত্রণালয়
২	**(ক) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ (সিপিএলএ-৪৬/১০ হতে)।** সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ১৩.২১ একর জমির মধ্যে ৩.৫১ একর জমি নিয়ে বিবেচ্য মামলায় সংশ্লিষ্ট হর্টিকালচারিষ্ট জানান যে, সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ নং মোকদ্দমকার নথি পুনঃ মেনশন করে ২৯নং কোর্টে বিচারাধীন আছে। কজলিষ্টে আসে নাই। উপ-সচিব (আইন) কৃষি মন্ত্রণালয় জানান যে, লীজ মানি দ্রুত পরিশোধের উদ্যোগ নিতে হবে। **(খ) ২১২(এ)/১০ নং মোকদ্দমা।** হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৩ একর জমির মধ্যে ১.০৪ একর জমি ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল আলী কর্তৃক দায়েরকৃত দেঃ মোঃ সম্পর্কে হর্টিকালচারিষ্ট জানান যে, রায়ের কপি পাওয়া গিয়েছে। **(গ) বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১১/০৮ নং মামলা (মামলা নং-২২/৯০ হতে)** ঃ হর্টিকালচারিষ্ট জানান যে, মামলার সিডি না পাওয়ায় ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। **(ঘ) সিভিল আপীল-১/১২ নং মোকদ্দমা।** সরকারের অনুকূলে রায় হলেও নিম্ন আদালতে যাতে অন্য পক্ষ রায় করে না নেয় সে বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখার বিষয়ে উপ-সচিব (আইন) সংশ্লিষ্টদের খোঁজ রাখতে অনুরোধ জানান।	(ক) লীজ মানি ব্যবস্থা দ্রুত করতে হবে। (খ) সিভিল রিভিশন মামলা কজলিষ্টে আনার ব্যাপারে এবং দুদকের মামলার বিষয়ে বিজ্ঞ এটর্ণী জেনারেল এর সাথে পরামর্শ করতে হবে। (গ) ১/১২ মোকদ্দমাটি নিম্ন আদালতে খোঁজ-খবর রাখতে হবে যাতে অন্য পক্ষ রায় করে না নিতে পারে।	পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, ডিএই/ উপ-সচিব (আইন), কৃমিন্ত্রণালয় ডিডি (প্র/পা), ডিএই/ হর্টিকালচারিষ্ট, সোবহানবাগ
৩	**রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত দেঃ মোক-১০৯৫/১২** ঃ রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১০৯৫/১২ সম্পর্কে নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, রাজালাখ জানান, এ মোকদ্দমার পরবর্তী তারিখ-১১/৩/১৫। তিনি আরো জানান যে, সাভার কোর্টের-৩৩৬/০৭ মোকদ্দমাটি সহঃ জজ, দোহার কোর্টে-১২৯/১৪ স্থানান্তরিত হয়ে বাদীপক্ষের তদবিরের অভাবে খারিজ হলেও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-০৯/০৩/২০১৫। হর্টিকালচার সেন্টারের গেট তৈরী ও ১৩২০ ফুট বাউন্ডারীর কাজ বাকী রয়েছে। লীজ নবায়নের জন্য ৩৩,৭২,৬০০ টাকা প্রয়োজন, যার প্রস্তাব ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) সত্ত্বর জমির লিজমানি পরিশোধ করতে হবে। (খ) আইকিউএসডি'র পিডি অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবেন নতুবা পরবর্তী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, রাজালাখ/ হর্টিঃ সেন্টার/ আইন কোষ, ডিএই/পিডি, আইকিউএসড/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়

৪	**(ক) বগুড়া কৃষি অফিসের জমির সিভিল আপীল মো নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১।** বগুড়াস্থ সূত্রাপুর মৌজার ০৩টি দাগে ০.৬২ একর জমি ১৯৫৭ সালে অধিগ্রহণ করায় ১৯৬১ সালে গেজেট প্রকাশিত হয়। এরমধ্য ০১টি দাগে ৩৫ শতক জমিতে সদর উপজেলা কৃষি অফিস অবস্থিত। ওয়ারিশগণ হতে ক্রয়সুত্রে মালিকানার দাবিতে ডিএইকে বিবাদি করে জনৈক আলমগীর মামলা দায়ের করেন। অপর ০২টি দাগের ক্ষতিপুরণ না পাওয়ার কারন দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে জনৈক ব্যক্তি মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় ও ডিক্রী হয়। একই গ্রাউন্ডে ইতোপুর্বের সকল মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হয়। বর্তমানে উক্ত সিভিল আপীল মামলা শুনানীর অপেক্ষায় আছে। ডি ডি, বগুড়ার প্রতিনিধি জানান যে, মামলাটি অদ্যাবধি কজলিষ্টে আসে নাই। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, কজলিষ্টে আনার জন্য পূনঃ মেনশন করা প্রয়োজন। ১২১০ নং দাগের ৫শতকের জন্য ১৮৫/১৪ এবং ১২১৬ নং দাগের ৭.৮৭৫ শতকের জন্য ১৮৪/১৪ নং মামলা করা হয়েছে। ১৮৪/১৪ এর পরবর্তী তারিখ-০৯/০৩/২০১৫ ও ১৮৫/১৪ এর ইস্যু গঠনের তারিখ-১৫/০৩/১৫।	বিজ্ঞ এর্টনী জেনারেলের সাথে আলোচনা করে কজ লিষ্টে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।	ডিডি, বগুড়া, ডিএই
	(খ) বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টার সংক্রান্ত ঃ হর্টিকালচারিষ্ট বগুড়া জানান যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে একই জমি বিষয়ে আপীল মামলা দায়ের করায় ৬৬/৯৯ নং মোকদ্দমাটি খারিজ হয়েছে। খারিজের বিরুদ্ধে আপীলের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী মোকদ্দমার সাক্ষীর কপি জমা দিতে হবে।	(খ) হর্টিকালচারিষ্ট আপীল দায়েরের ব্যাপারে দ্রুত খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নিবেন।	ডিডি, ডিএই, বগুড়া/ডিডি ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা
	(গ) বগুড়া টুইন গোডাউন সংক্রান্ত ঃ বগুড়া টুইন গোডাউনের বিষয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত বগুড়ায় ৪০৬/১২ নং দেঃ মোকাদ্দমা চলমান আছে। মামলার জবাব ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে এবং মামলাটির পরবর্তী ইস্যু গঠনের তারিখ ২১/০১/১৫। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, গোডাউনটি ব্যবহার করা প্রয়োজন।	(১) ডিএই, টুইন গোডাউনের জমিটি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। (২) বগুড়া জেলার ডিএই'র অন্যান্য জমি সংক্রান্ত সেটেলমেন্ট মামলা ও দেওয়ানী মামলার যথাযথ তদারক করতে হবে। (গ) মিউটেশন ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হর্টিকালচারিষ্টকে ধন্যবাদ জানানো হয়।	
৫	**নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার ঃ** নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ১৪২১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে। ২৭৬৬/১৪ নং রীট পূর্বের অবস্থায় আছে। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, গাজীপুর জেলায় যুগ্ম জজ ২য় আদালতে রানা আওয়ান ২৩৭/২০১৪ দায়ের করেছেন বিধায় সূক্ষাতিসূক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষন করে জবাব দেওয়া প্রয়োজন।	(১) ২৭৬৬/১৪ পিটিশনের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখতে হবে। (২) ২৩৭/১৪ মোকদ্দমার জবাব যথাযথভাবে তৈরী করতে হবে। প্রয়োজনে জিপি'র সহায়তার জন্য প্রাইভেট কৌশলী নিয়োগ করতে হবে।	ডিডি, নুরবাগ হর্টিঃ সেন্টার/ডিডি, ডিএই
৬	**গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের জমি ঃ** গাজীপুর জেলার ৬২/১৯৬৪ মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১.০১ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ নামজারী করে নিয়েছেন। উপ-সচিব (আইন) জানান, বন বিভাগের ফরেষ্টার উক্ত জমিসহ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারী ও জমা খারিজ বাতিলের জন্য এসি (ল্যান্ড) গাজীপুর সদর অফিসে ১০৩/১২নং মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। কৃষি মন্ত্রণালয়কে পক্ষভূক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ অদ্য-০২/০২/১৫। এ সম্পর্কিত জালিয়াতি রায় বাতিলের জন্য বন বিভাগ ১২৩১/১২ নং মামলা দায়ের করেছে। এ মোকদ্দমায় পক্ষভূক্ত হওয়ার সুযোগ নেই বলে জানান। বন বিভাগ উক্ত জমির স্বত্ব ঘোষনার জন্য দেওয়ানী মোঃ ২২১/১৪ দায়ের করেছে। পক্ষভূক্তির পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৩/০২/১৫। উপ-সচিব (আইন) সভাকে জানান যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে এবং সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সাক্ষাত করে অনাপত্তির জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।	(ক) এসএম হাফিজ উল্যাহর মিউটেশন বাতিলের জন্য ১০৩/১২ নং মোকদ্দমার তদারক অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলার খোঁজ-খবর নিতে হবে। (গ) বন বিভাগের দায়ের করা ২২১/১৪ নং মামলায় কৃষি মন্ত্রণালয় পক্ষভূক্ত হবে। (ঘ) বন বিভাগের দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলার কপি তুলে মন্ত্রণালয়কে দিতে হবে। (ঙ) দ্রুত সমাধানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা করতে হবে।	ডিডি, নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার/ পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, ডিএই/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়

৭।	**যাত্রাবাড়ীর জমি, মোকদ্দমা নং-১৮৮/১১ সংক্রান্ত।** (ক) এলএ কেস নং-২৫/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তি ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ডিএই'র দখলে ছিল। মামলাটি পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-০৮/০৪/১৫। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার তেজগাঁও জানান যে, মতিঝিল সার্কেলে ৭টি মিস কেস দায়ের করেছে। এসি (ল্যান্ড) এর সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। প্লান্ট প্রোটেকশন উইংয়ের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, সাইনবোর্ড শীঘ্রই পূনঃ লিখন করা হবে। **(খ) সিটি জরীপ সংশোধনের মামলা** মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার জানান যে, বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর আদালতে নামজারী কেসের শুনানী শুরু হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১৮/২/২০১৫। ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত ৫৯১/১৩ মামলার নোটিশ জারী হয়েছে। বিবাদীপক্ষ জবাব দেয় নাই। পরবর্তী তারিখ- ১৯/০৩/১৫। জনৈক খোরশেদ আলম জমির মালিকানার দাবীতে যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে ৪৬৬/১৩ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। মামলার জবাব দেয়া হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-০৭/০৪/১৫।	(ক) মালিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পুনঃ লিখন করতে হবে। এ বিষয়ে উপ-সচিব (আইন) প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবেন। (খ) বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে নাম জারী মামলার তদারকী বাড়াতে হবে।	পিপি উইং, ডিএই/ডিডি, ডিএই, ঢাকা/ উপসচিব (আইন)
৮।	**ধোলাইপাড় বীজাগারের জমি, মোকদ্দমা নং-১৩৪৭/১২।** ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমির উপর ডিএই'র বীজাগার অবস্থিত। জমির পার্শ্বে দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় দখলীয় স্বত্বে জমির মালিকানা দাবী করে ৭ম সহকারী জজ আদালতের টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি প্রত্যাহারের পর ১৩৪৭/১২ নং মামলা দায়ের করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় পক্ষভূক্ত হয়েছে। বাদীর আবেদনের ফলে মোকদ্দমাটি অন্য কোর্টে স্থানান্তরের শুনানীর তারিখ-২৬/২/১৫। সিটি জরীপে বীজাগারটি অন্য দাগে রেকর্ড হওয়ায় তা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষ ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে ৮৪৩/১১ মামলা দায়ের করেছে, যার পরবর্তী তারিখ-০১/০৪/১৫। মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসার, তেজগাঁও জানান, ভবনটি আংশিক সংস্কার করা হয়েছে। আইন অধিশাখায় কর্মরত ইউএও জনাব মোঃ একরামুল হক সভাকে জানান যে, কিসের ভিত্তিতে সিটি জরীপ, রেকর্ড ডিএই'র নামে (অন্য দাগে) হয়েছে, সে বিষয়ে তথ্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ওর্য়াকিং অফিসে তল্লাসি করা যেতে পারে।	(ক) সকল কাজ যথানিয়মে চলবে। (খ) পুরাতন ভবনের অবশিষ্ট কক্ষগুলি মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে সিটি জরীপ রেকর্ডের ওয়াকিং ভলিউম তল্লাশী করতে হবে।	মেট্রোকৃষি অফিসার, তেজ-গাঁও/ডিডি, ঢাকা
৯।	**ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার জমি ঃ** দেইল্লা মৌজায় ২৫ শতক এবং কয়েতপাড়ায় ২০ শতক জমি রয়েছে। সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসার জানান, কায়েতপাড়ার জমির কিছু অংশে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। জনৈক সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার গং দেইল্লার জমির মোকদ্দমা নং ৩৪২/১৪, ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়ের করেছে। দেইল্লর জমির সামনের দিকে ব্যক্তি মালিকানার জমি। তাই সামনের কিছু জমি অধিগ্রহণ না করলে উক্ত জমি ব্যবহার করা যাচ্ছে না।	(ক) কায়েতপাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের উদ্যোগ নিতে হবে (খ) দেইল্লার সীড ষ্টোরটি জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করে পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) জমিতে প্রবেশপথের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে দ্রুত পাঠাতে হবে।	মেট্রো কৃষি অফিসার, তেজগাঁও/ ডিডি, ডিএই
১০	**শ্যামপুর পিপি গোডাউনের জমি সংক্রান্ত ঃ** উপ-সচিব (আইন) জানান, পিপি উইংয়ের যত জমি আছে তার তথ্য দখল অবস্থাসহ পিপি উইং কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। পিপি উইং এর প্রতিনিধি জানান যে, সিটি জরীপ ডিএই এ নামে আছে। ফাইটো সানিটারী ল্যাবরেটরীর জন্য টেন্ডার দেয়া হয়েছে।	(ক) সিটি জরীপের নামে রেকর্ড থাকায় নামজারীর প্রয়োজন নেই। (খ) শ্যামপুর গোডাউনের জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের কার্যক্রম নিতে হবে এবং ইহার সর্বশেষ অবস্থা আগামী সভায় অবহিত করতে হবে। (গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ে পিপি উইং এর সকল জমির তথ্য পাঠাতে হবে।	পরিচালক, পিপি উইং, ডিএই/ ডিডি (প্রঃ পাঃ), ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা
১১	**মুন্সীগঞ্জ ডিএই'র জমি সংক্রান্ত যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৬০৮/১৪ (দেঃ মোকঃ ২২/০৭ হতে উদ্ভুত) ঃ** মুন্সীগঞ্জ শহরে ডিএইর ৮শতক জমি নিয়ে মুন্সীগঞ্জ বার সমিতির সাথে মোকাদ্দমার পরবর্তী তারিখ- ১৯/০৩/১৫। সরকার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান চলমান রয়েছে। গনপূর্ত বিভাগের নামে কিভাবে রেকর্ড হয়েছে, এ বিষয়ে খোঁজ নেয়া যেতে পারে। আরো দুইজন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য বাকী আছে।	(ক) চলমান সাক্ষী প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (খ) গনপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে কিসের ভিত্তিতে ডিএই এর নামে আরএস রেকর্ড হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই মুন্সীগঞ্জ/ (প্রঃ পাঃ), খামারবাড়ী, আইন অধিশাখা কৃষি মন্ত্রণালয়

১২	**আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার ঃ** (ক) ১৯৫২ সন হতে এ জমি কৃষি বাগান হিসেবে ডিএই'র দখলে থাকলেও আরএস ও সিটি জরিপ রেকর্ড গৃহ গবেষণা কেন্দ্রের নামে আছে। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে হস্তান্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে হর্টিকালচারিষ্ট জনাব নুরুল ইসলাম জানান যে, প্রস্তাব শীঘ্রই পাঠানো হবে। (খ) উপ-সচিব সভায় বলেন যে, ফলবীথির জমির সিটি জরীপ রেকর্ড কার নামে তা সংগ্রহ করবেন। অন্যের নামে থাকলে নামজারী ও জমা খারিজ করা প্রয়োজন।	(ক) হস্তান্তরের জন্য গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়কে লিখতে হবে। (খ) ফলবীথির জমির ডকুমেন্ট আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প হতে গেট নির্মান সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচা. ঃ, হর্টিকালচার উইং/ হর্টিকালচারিষ্ট, আসাদগেট
১৩	**মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসে জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৬২৪/১২ ঃ** মোহাম্মদপুর মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসের সরাই জাফরাবাদ মৌজাস্থ ৮ শতক জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করেছে মর্মে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। সরকার পক্ষে ঘোষণামূলক ডিক্রীর জন্য ১ম সহকারী জজ আদালত, ঢাকায় উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-০৪/০২/১৫। অন্যদিকে বিবাদি পক্ষ উচ্ছেদের জন্য ১৫২/০৯ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছে। যার পরবর্তী তারিখ-০৯/০২/১৫। বিপক্ষ কর্তৃক ৮৭৮/১৩ নং মামলার কারণে নাম জারীর জন্য এসি (ল্যান্ড) ধানমন্ডি অফিসে দায়েরকৃত মিস মোকদ্দমা নং-১৫৬/১৩ এর কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ১৮/০৩/১৫।	(ক) মোকদ্দমাটির বিষয়ে তদারক অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অফিসঘর সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মেট্রো কৃষি কর্মকর্তা, মোহাম্মদপুর / ডিডি(লিসাসা) ডিএই, ঢাকা
১৪	**গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ২৬.০৪ একর জমি বিএস জরীপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে এবং অবশিষ্ট জমি রেকর্ড হয়নি। পরবর্তীতে ১৮টি আপীল দায়ের করা হয়েছে। অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রংপুর একটি বিশেষ টিম গঠন করে উক্ত জমির দখল পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে জমা দিয়েছেন বলে জানা যায়। যে সব জমি অদ্যাবধি রেকর্ড হয়নি, সেসব জমি অবশ্যই মিউটেশন করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ জানান যে, আগামী সভার আগে মিউটেশন হতে পারে।	(ক) ছক অনুযায়ী তথ্যসহ জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করে অবশিষ্ট জমির জন্য ৩০/৩১ ধারায় রেকর্ড সংশোধন মামলা করতে হবে। (খ) ডিএইর নামে মিউটেশন অগ্রগতি আগামী সভায় জানাতে হবে। (গ) ডিএই টিম গঠন করে জমির দখল উদ্ধারের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হবে। (ঘ) জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা ও ইউএনও গোবিন্দগঞ্জ'র সাথে আলোচনা করে দখল উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ/ ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা/ অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রংপুর/ ডিজি, ডিএই
১৫	**ময়মনসিংহ টাউন মৌজার জমির মোকদ্দমা নং-৩৬/১৪ ঃ** ময়মনসিংহ টাউন মৌজার অফিস কাম বাসভবন নির্মানের জন্য সিএস ২৩৮১ ও ২৩৮৪ দাগের ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। অতিরিক্ত পরিচালক, ময়মনসিংহ এর প্রতিনিধি জানান যে, ০.৫২ একর জমির মধ্যে ০.১৭ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.৩৫ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। ০.৯২ একর জমির বিএস জরীপ রেকর্ড ডিএই'র নামে আছে। সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করা হয়েছে। মালিকানা সংক্রান্তে যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে ৩৬/১৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-০৭/০৪/১৫। উপ-সচিব(আইন) জানান যে, প্রত্যেকটি জেলা সমন্বয় কমিটিতে সরকারী জমি সংক্রান্ত একটি আলোচ্য বিষয় থাকা প্রয়োজন।	(ক) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং জেলা প্রশাসকের নামের রেকর্ডকৃত জমি বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) খালি জায়গায় গাছ লাগাতে হবে। (গ) জেলা সমন্বয় কমিটিতে জমি সংক্রান্ত একটি আলোচ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।	ডিডি/অতিঃ পরিচালক, ডিএই ময়মনসিংহ
১৬	**উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দি'র জমির মোকদ্দমা নং-৪১০০/০৫ ঃ** দাউদকান্দি উপজেলা ডিএই'র ৩০ শতক জমি বেদখল আছে। কৃষি অফিসারের প্রতিনিধি জানান যে, অন্য জমি'র বিষয়ে ১৫১১৪/১২ নং মোকদ্দমা সেটেলমেন্ট কোর্টে জনৈক মনসুর গং মামলা দায়ের করেছেন। তিনি আরো জানান, গৌরীপুর	(ক) মামলার রায়, সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট আগামী ০২ সপ্তাহের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ৩০ শতক জমির উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ	উপজেলা কৃষি অফিসার, দাউদকান্দি. ডিএই, কুমিল্লা

	বীজাগারের জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। টাস্কফোর্সের সদস্য জমিটি পরিদর্শন করেছেন। তদানিন্তন পাট সম্প্রসারণের জমি নামজারী করা প্রয়োজন। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, কুমিল্লাকে পত্র দেয়া হয়েছে।	করতে হবে। (গ) পেন্নাই মৌজার সীড ষ্টোরের ০.০৩২৫ একর জমির মালিকানা উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	/ডিডি (লিসাসা), ডিএই, ঢাকা
১৭	**লক্ষীপুর সদর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** উপ-পরিচালক, লক্ষীপুর জানান যে, বিবাদীয় দালানের একটি কক্ষ অদ্যাবধি ব্যবসায়ী সমিতির দখলে আছে। তিনি আরো জানান যে, চার্জসীট বাদীকে না জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং জি.আর মামলা সরকারের বিপক্ষে হয়েছে এবং আপীল দায়ের করা হয়েছে। ৯৪/১৩ দেওয়ানী মোকদ্দমার তারিখ-২১/০৪/২০১৫। তাছাড়া পূনঃ বন্দোবস্ত যাতে না দিতে পারে তার জন্য নিষেধাজ্ঞা চাওয়া যেতে পারে। উপ-সচিব (আইন) সভাকে জানান যে, চার্জসীট অবশ্যই বাদীকে জানাতে হবে। সর্বশেষ রেকর্ড কার নামে জানাতে হবে। প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা প্রয়োজন।	(ক) জেলা পরিষদের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট এর সার্টিফাইর্ড কপি সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, লক্ষীপুর
১৮	**বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** বেগমগঞ্জ এটিআই এর ৫১.১৯ একর জমির হাল্ রেকর্ড জেলা প্রশাসকের নামে হয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, ৫১.৪৮ একর জমির দখল সঠিক আছে। নামজারী করা প্রয়োজন। পৌরসভার নামীয় ০.৫০ একর জমির লীজ বাতিল করে এটিআই-কে দেওয়ার অনুরোধ ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। উপসচিব (আইন) জানান যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে।	ভূমি মন্ত্রণালয়-কে নামজারী করার অনুমতি প্রদানের জন্য লিখতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/আইন অধিশাখা
১৯	**নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** এল এ কেস এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ডিএই'র জমি ০১ নং খতিয়ানে হস্তান্তরের নামজারী কেস বাতিল করা প্রয়োজন।	০১ নং খতিয়ানে হস্তান্তরের মিস কেস বাতিলের ব্যবস্থা নিতে হবে।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ
২০	**নোয়াখালী হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ** হর্টিকালচারিষ্ট জানান যে, এয়ার স্ট্রীপের ১৫.৬৬ একর জমি জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী ১নং খাস খতিয়ানে নেয়ার চেষ্টা করছেন। ডিএই'র নামে রেকর্ডের ব্যবস্থা নিতে আইন অধিশাখা হতে ২৮/১১/১৪ তারিখের ৩৮০নং স্মারকে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীকে পত্র দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, এ জমির বাউন্ডারী ওয়াল নির্মানের জন্য টেন্ডার হয়েছে এবং প্রাচীর নির্মান না করলে অর্থ ফেরৎ যাবে। উক্ত ভূমির চারিকে ৭০৬০ ফুট ডাউন্ডারী দেয়াল দেয়া প্রয়োজন। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, নামজারীর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, টাস্কফোর্সের সদস্যের পরিদর্শন করা প্রয়োজন।	(ক) জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মত রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) প্রাচীর নির্মানের কাজ শুরু করতে হবে।	হর্টিকালচারিষ্ট, নোয়াখালী/ আইনঅধিশাখা
২১	**নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের বীজাগারের মোকদ্দমা নং-৭৩/০৯, সহঃ জজ আদালত কোম্পানীগঞ্জ ঃ** জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, নোয়াখালী জানান যে, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের বীজাগারের জন্য জনৈক মৌলভী সিদ্দিকুর রহমান, চেয়ারম্যান-রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী কর্তৃক দানপত্র দলিল মূলে প্রদত্ব রামপুর মৌজার ০.০৯ একর জমি (সিএস দাগ নং-৪৪৯০) তাঁর পুত্র জনাব নজরুল ইসলাম গং কর্তৃক দানপত্র দলিল বাতিলের জন্য কোম্পানীগঞ্জ সহকারী জজ আদালতে ৭৩/০৯ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। পরবর্তী তারিখ- ০৪/০৩/১৫। জমিটি বর্তমানে ডিএই'র দখলে নাই। বেদখল হওয়ায় জমি উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার/উপ-পরিচালক, ডিএই, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে ১২/১২/১৪ তারিখে ডকুমেন্ট ডিএইতে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) ডিএইর মাধ্যমে জমির প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ৩১/১২/১৪ তারিখে সেটেলমেন্ট কোর্টের শুনানীতে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী/ ডিডি (লিসাসা), ডিএই, ঢাকা

২২	**ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টার, টাংগাইল এর জমি সংক্রান্ত ঃ** টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৪.৭৯ একর জমির বিপরীতে ৫.১৩ একর জমির দখল আছে। ১.২০ একর জমির অবৈধ দখলদারের দখলে। জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, টাঙ্গাইল জানান যে, কৃষি মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করার কথা রয়েছে। এপ্রসঙ্গে উপ-সচিব (আইন) জানান যে, ০৩/১১/১৪ তারিখের আইন অধিশাখার ৪০২ নং স্মারকপত্রে ধনবাড়ি কলেজের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল-কে পত্র দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক পেয়েছেন কিনা তা জানা প্রয়োজন।	(ক) ডিএই'র গঠিত কমিটি আলোচনা করে জমি এওয়াজের পূর্বে মন্ত্রণালয়ে অপর দুই পক্ষের ডকুমেন্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন। (খ) ৩০ শতক জমির বিষয়ে জেলা প্রশাসক-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) অপর ২ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান-কে ডকুমেন্ট চেয়ে পত্র দিতে হবে। (ঘ) জেলা প্রশাসক পত্র পেয়েছেন কিনা জানতে হবে।	পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, ডিএই/ পরিচালক (প্রশাসন) ডিএই/আইন অধিশাখা
২৩	**চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) উপ-পরিচালক, এডি অফিস, ডিএই, চট্টগ্রাম জানান যে, পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি, যা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড আছে। কিন্তুজমি বেদখলে রয়েছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নাম জারী বাতিলের ব্যবস্থা নেয়া এবং অন্যান্য মামলার রায় বাতিল করা প্রয়োজন। (খ) যেহেতু সম্পত্তিটি কয়েকশ কোটি টাকার সেহেতু পাঁচলাইশ থানার মেট্রো কৃষি অফিসার অসুস্থ থাকায় তাকে অন্যত্র বদলী করা যেতে পারে। কৃষি অফিসার রাউজান জানান যে, রাউজানের ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও কর্তৃপক্ষ আপীল দায়ের করেছে। তিনি জানান যে, এসি (ল্যান্ড) সময় নিয়েছেন। রাউজান পিপি গোডাউনের ৩০ শতক জমি সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পাওয়া গেলে জেলা প্রশাসক বরাবর লেখা হবে।	(ক) ৭.০৪ একর জমির নাম-জারীর বাতিলের জন্য এসি (ল্যান্ড) অফিসে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) বয়নামা দলিল জাল প্রতীয়মান হওয়ায় বয়নামার বিরুদ্ধে মামলার ব্যবস্থা নিতে হবে যদি কেহ উক্ত বায়নামূলে মালিকানা দাবী করে। (গ) রাউজানের জমির নামজারী করতে হবে অথবা আপীল হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। (ঘ) ডিএই'র ডিডি (লিগ্যাল এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস) সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।	ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম
২৪	**এটিআই সিলেট এর জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-১২২/১৩ঃ** অধ্যক্ষ, এটিআই, সিলেট জানান, কৃষি বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি-৩.১৫ একর এর মধ্যে হাসপাতাল নিয়েছে-২.০০ একর। বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত-১২২/১৩ মামলায় এটিআই, সিলেটকে পক্ষভূক্ত করা হয়নি। তবে তিনি জানান যে, যে কোন একজন পক্ষভূক্ত থাকলেই যথেষ্ট। তবে রাম চন্দ্র নাথ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাটি খারিজ হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্য। মামলার পরবর্তী তারিখ-১৫/০৬/১৫ ইং। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২.০০ একর জমি অধিগ্রহনের গেজেটের কপি পাওয়া গিয়েছে।	(ক) জমির ক্ষতিপূরণের জন্য গেজেট প্রকাশ হলে তা পাঠাতে হবে। (খ) মোকদ্দমার শুনানী ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) জবাবের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, সিলেট/ ডিডি, (লিঃ-সাঃসা), ডিএই, ঢাকা
২৫	**এটিআই, শেরপুর এর জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৩০৪/০৭ঃ** ১৭ শতক জমির ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা নং-৪১১/১২ এর পরবর্তী তারিখ হয়নি। ৩০৪/১৪ মোকদ্দমার তারিখ ২৬/০১/১৫। অধ্যক্ষ জানান যে, অধিগ্রহনকৃত জমির পরিমান ৪২.১৯ একর। তবে ১০% ক্ষতিপুরন অর্থ এখনো দেয়া হয়নি এবং মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়নি। ৪২.১৯ একর জমি অধিগ্রহনের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) জমির মালিকানার তথ্য সংগ্রহ করে যথাশীঘ্র ডিএই'র মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে (খ) নোটিশ ও দখল হস্তান্তরের কপি সংগ্রহ করবেন। ১০% ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে হবে এবং গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রের কপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর
২৬	**কাপাসিয়ার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ** কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের উপক্রম হওয়ায় জড়িতদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, যা সহকারী জজ ৩য় আদালতে বিচারাধীন আছে, যার নং-১৬/১৪। ইউএও কাপাসিয়া জানান যে, যেহেতু ভবন নির্মানাধীন, সেহেতু দখলকৃত জায়গাটুকু ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, স্ক্যাচম্যাপসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট মন্ত্রণলয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে ইউএও জানান আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত জানাবেন।	যে পরিমান জায়গা দখল করা হয়েছে, সে পরিমান জায়গা যদি সংলগ্ন অপর জমি হতে দিতে পারে এবং কক্ষ তৈরী করে দিতে পারে, তবে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে কিনা তাই ইউএও জানাবেন।	ডিডি, ডিএই গাজীপুর/

২৭	**কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ জেলার জমির মোকদ্দমা নং-৪১২/১৪ সংক্রান্ত ঃ** কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ জেলার জমির বিষয়ে পূর্বের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়। ইউএও জানান যে, সিদ্ধান্ত এডিএম দিবেন।	(ক) দ্রুত সিপিএলএ দায়েরের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ ব্যবস্থা নিবেন (খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে বিষয়টি সম্পর্কে কথা বলতে হবে। পক্ষভূক্তির বিষয়ে যোগাযোগ করে ইউএও জানাবেন।	ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ
২৮	**ফরিদপুর পাট সম্প্রসারনের ১০ শতক জমির সিপিএলএ মোকদ্দমা নং-১৩৬৮/১৪ ঃ** উক্ত জমি নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ-নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সাথে একটি সভা হয়েছে। মোকদ্দমাটি মোকাবেলার জন্য ইতোমধ্যে বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কৃষি সচিব মহোদয়ের পক্ষে ১১/২০১৫ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।	(ক) মামলা পরিচালনার বিষয়ে ডিএই ব্যবস্থা নিবে।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফরিদপুর সদর/ ডিডি(লিসাসা), ডিএই, ঢাকা
২৯	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার জমির ৩১ ধারামতে যে ডকুমেন্ট দাখিল করা হয়েছে তা ডিএই'র বিপক্ষে বিধায় ১৯৫৭-৫৮ সালের এলএ কেস নথি খুজে বের করা প্রয়োজন।	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকুলে হস্তান্তরের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। (খ) ১৯৫৭-৫৮ অর্থ বছরে এলএ কেস খুলনা'র এলএ শাখার রেকর্ড রুমের রিসিভ রেজিষ্ট্রার দেখতে হবে। (গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাগিদপত্র প্রেরণ করতে হবে (ঘ) আরো একটি পত্র দিতে হবে	ডিডি, ডিএই, খুলনা/ আইন অধিশাখা
৩০	**বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর জমি সংক্রান্ত ঃ** বিএমডিএ'র প্রতিনিধি সভায় জানান যে, তাদের কিছু জমি মে মাসে বেদখল হয়েছে এবং এ বিষয়ে বন্টননামা মামলা দায়ের করেছেন জনৈক ব্যক্তি।	বিএমডিএ'র নিকট হতে একটি জমির তথ্য পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট বেহাত-বেদখল জমির তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএমডিএ
৩১	**সাভার বাটা বাজারসহ অন্যান্য জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) বিএডিসির প্রয়োজনে সাভার টাট্টি মৌজার ৩৩ শত জমি অধিগ্রহণ করা হয়। জমিটির এসএ রেকর্ডীয় মালিক যুগল দাসী সাহা। বিবাদী ৪জন (২পুত্র ও স্বামী-স্ত্রী)। বিবাদি ১৯৭৮ সালে ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবী করে জানান তারা এলএ কেসের নোটিশ/ক্ষতিপূরণ পাননি। তবে ক্রেতাগণের মধ্যে ১ব্যক্তি নোটিশ পেয়েছেন। জমির দখলও বিএডিসিকে বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে দায়েরকৃত সিআর-৪৬৭৩/০৪ মামলায় সরকারের বিপক্ষে আদেশ হলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সিপিএলএ নং-১০৪০/১৩ দায়ের করা হয়, যা ৩নং কোর্টে বিচারাধীন। (খ) যুগ্ম-পরিচালক (উদ্যান) কাশিমপুর জানান, ১৯৮২-৮৩ সালের মূল্যহার তালিকা পেয়েছেন। এডিসি (এলএ) এর সাথে কথা বলা প্রয়োজন। গেজেট প্রকাশের কার্যক্রম চলমান আছে।	(ক) মোকদ্দমাটি কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) উপ-সচিব (আইন) এডিসি (এলএ)'র সাথে কথা বলবেন।	বিএডিসির/ আইন বিভাগ ও মহা ব্যবস্থাপক (উদ্যান)
৩২	**বিএডিসির গাবতলীসহ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার জমি ঃ** গাবতলীসহ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার মোট জমির পরিমাণ-১১৭.০৮ একর। এরমধ্যে ১৫.৮৬ একর জমি বিভিন্ন নামে রেকর্ড হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি ০.৪৩ একর জমি সিটি জরিপে রেকর্ড করে নিয়েছে। বিএডিসি প্রতিনিধি জানান, গাবতলীর অবশিষ্ট প্রায় ১৪.০০ একর জমির মালিকানার ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ জমি দখলে আছে। উপ-পরিচালক, বিএডিসি, গাবতলী, তিনি জানান, আন্তঃ বিভাগীয় সভা করা হয়েছে, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা প্রয়োজন। সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিএডিসি হতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উপ-সচিব (আইন) জানান যে, বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে নামজারীর জন্য ০২ মাসের মধ্যে সকল ব্যক্তি/সংস্থার নামে এসি (ল্যান্ড) অফিসে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদে করণীয় বিষয় বিএডিসি জানানোর পর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হবে। (খ) ০২ মাসের মধ্যে এসি (ল্যান্ড) অফিসে বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের জন্য মামলা দায়ের করতে হবে এবং আগামী সভায় বিএডিসি (বীজ), গাবতলী এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।	পরিচালক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়

৩৩	**বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের জমির মালিকানা সংক্রান্ত মোকদ্দমা** বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের ৩৩ শতক জমি ১০৪/৬৫-৬৬ নং এলএ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহন করা হয়। আরএস রেকর্ডে বিএডিসির নামে ২৩ শতক রেকর্ড হয়েছে। ১০ শতক জমি ব্যক্তিনামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্ম-জেলা জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় ৫৯৪/১৪ নং মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১১/০৩/১৫। আগামী সভার পূর্বে জবাব প্রেরণ করতে হবে। সেটেলমেন্ট জরীপে রেকর্ড করাতে হবে। ভাড়াটিয়া নিষেধাজ্ঞা মামলা করেছে বলে জানা যায়।	মোকদ্দমা তদারকি অব্যহত রাখতে হবে ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা
৩৪	**বিএডিসির গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** বিএডিসির সার গোডাউন নির্মানের জন্য ২০/৬৪-৬৫ নং এলএ কেসের মধ্যেমে গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজায় ০.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে অবৈধ দখলদারের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত জমির দখল উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা-২৩৯/১৪ দায়ের করা হয়েছে।	০.৬৬ একর জমি উদ্ধারের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং মোকদ্দমা পরিচালনা যথাযথভাবে করতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা
৩৫	**বিএডিসির মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** উপ-সচিব (আইন) মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার বিএডিসির ০.৩৩ একর জমির বিষয়ে জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া এবং সার বিভাগের জমির তালিকার বিষয়ে বিএডিসি'র নিকট জানতে চাইলে এখনো মামলা হয়নি বলে বিএডিসির প্রতিনিধি অবহিত করেন। উপ-সচিব (আইন) বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বিএডিসি'র হাতছাড়া জমির তথ্যাদি অনুসন্ধান করার বিষয়ে বিএডিসি এবং সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিএডিসির প্রতিনিধি জানান যে, ছেড়ে দেয়া জমির তথ্য প্রেরণের জন্য অঞ্চলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার আরএস মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) সার বিভাগ কর্তৃক ছেড়ে দেয়া জমির তালিকা সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) মুন্সীগঞ্জের জমির রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা
৩৬	**নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিএডিসির জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য বিএডিসির সিদ্ধিরগঞ্জ থানার আটি ও আজিপুর মৌজায় ২৭/৭৮-৭৯ এল এ কেসের মাধ্যমে ৯.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। বিএডিসি অবশিষ্ট ১০% ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা দিবে। সহঃ পরিচালক (সার) মুন্সীগঞ্জ জানান, দায়েরকৃত মোকদ্দমায় নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সাথে সুরাহা হতে পারে। (খ) বিএডিসির সার গোডাউন তৈরীর জন্য নবাবগঞ্জ উপজেলায় এলএ কেস নং-১৯/৬৭-৬৮ মাধ্যমে বড়সংসবাদ মৌজার সিএস খতিয়ান-১৭, দাগ-১০০ এর ০.১৬৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এলএ কেস ১৭/৬৭-৬৮ এ দোহার উপজেলার জয়পাড়া মৌজার বিএস ১০৮০ দাগের পশ্চিমাংশের ০.১৬৫ এবং নবাবগঞ্জ উপজেলার উল্লেখিত ০.১৬৫ একর জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের পক্ষে মতামত দেন।	ক) ১০% ক্ষতিপূরনের প্রাক্কলন সংগ্রহ করতে হবে। খ) রীট-৪৭৯৭/৫ মামলাটি কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে গ) কৃষি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জকে প্রাক্কলনের জন্য তাগিদ দিতে হবে। ঘ) এল এ কেসের নকশা জমা দিতে হবে। ঙ) মুন্সীগঞ্জের জমির বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল কাজ তরান্বিত করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/সার), বিএডিসি, ঢাকা/ আইন শাখা, বিএডিসি
৩৭	**গৌরনদী ও কাউনিয়া, বরিশাল জেলায় বিএডিসির এসএও কোয়ার্টারের জমি ঃ** (ক) গৌরনদীর জমি বর্তমানে একটি সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিএডিসির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। বিএডিসি প্রতিনিধি জানান যে, ডিসি অফিস নোটিশ দিয়েছে। কলেজকে পত্র দেয়া হয়েছে। জমিটি ৪৬/৬৬-৬৭ এলএ কেসমুলে অধিগ্রহণকৃত বিএডিসি'র নামে নাম খারিজ আছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য আইন অধিশাখায় স্মারক নং-৪০৯, তারিখ-০৩/১১/১৪ মোতাবেক জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে পত্র দেয়া হয়েছে। (খ) কাউনিয়া মৌজার জমির মিউটেশনের শুনানী ৩০/১১/১৪ তারিখে হয়েছে।	(ক) কাউনিয়া মৌজার জমি মিউটেশন ও ১.০৩ একর জমি উচ্ছেদের জন্য বিএডিসি পত্র দিবে। (খ) কাউনিয়া জমি গেজেট করানো ও মিউটেশন সমাপ্ত হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত জয়েন্ট ডিরেক্টরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।	বিএডিসি

	এছাড়াও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। কাউনিয়ার জমির দখল উদ্ধারের জন্য বিএডিসি পত্র দিয়েছে। জনৈক ব্যক্তি পুর্বমালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে মোকদ্দমা করেছেন। ১.৫ একর জমি বেদখলে।		
৩৮	**দিনাজপুর-নশিপুরস্থ বিজেআরআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** উপ-সচিব (আইন) জানান, বিজেআরআই কর্তৃক দিনাজপুর-নশিপুর ফার্মের ৫০.০৩ একর জমি ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি উক্ত জমির সকল ডকুমেন্ট আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, নশিপুর, দিনাজপুর-কে এবং বিজেআরআইকে অনুরোধ জানান। বিএডিসির প্রতিনিধি জানান আংশিক জমি এওয়াজ করা হয়েছে। উপ-সচিব (আইন) জানান, আন্তঃ বিভাগীয় সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠিত করা প্রয়োজন।	(ক) আগামী সভার পূর্বে বিজেআরআই এবং নশিপুর দিনাজপুর ফার্ম সম্পূর্ন জমির ডকুমেন্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। (খ) জেলা প্রশাসক-কে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য লেখা হবে। (গ) বিজেআআই এর প্রতিনিধি এবং নশিপুরের যুগ্ম পরিচালক আগামী সভায় উপস্থিত থাকবেন।	বিজেআরআই/ যুগ্ম-পরিচালক, বিএডিসি, নশিপুর ফার্ম, দিনাজপুর/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
৩৯	**সাতক্ষীরা-বিনেরপোতা ব্রী' অফিসের জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ঃ** পিএসও, সাতক্ষীরা জানান যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী), বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা এর জমি হতে অদ্যাবধি অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। তবে অন্য জমিতে আংশিক মাটি ভরাট এবং সেখানে ০৪টি ঘর নির্মান করা হয়েছে। চারা রোপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বস্তিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরাকে পত্র দেয়া হয়েছে। উপ-সচিব (আইন) জানান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার সভায় কালভাট নির্মান করার বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।	(ক) প্রয়োজনে বিএডিসি'র মাধ্যমে কালভার্ট নির্মান করতে হবে। (খ) উচ্ছেদের নিমিত্তে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে পত্র দিতে হবে।	ব্রী, সাতক্ষীরা ও ডিজি ব্রী, গাজীপুর/ আইন অধিশাখা
৪০	**বীজ প্রতয়ন এজেন্সীর মোকদ্দমা নং-১১/২০১৩ ঃ** (ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ) সভাকে জানান, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, দিনাজপুর এর ০.১৬৫ একর জমি বেদখল আছে। রেকর্ড সংশোধনের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ১ম আদালতে-১১/১৩ মোকদ্দমায় সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে। মামলার পরবর্তী ইস্যু গঠনের তারিখ-১৮/০৩/১৫। এসএ রেকডীয় মালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে কের্ড সংশোধনের জন্য জেলা যুগ্ম জেলা জজ আদালতে ৮১/১৪ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। (খ) ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমির হাল রেকর্ড ব্যক্তিনামে হয়েছে। এ বিষয়ে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ৮৭/১৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছে, যা দ্রুত নিস্পত্তি করার ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মধুপুর, টাঙ্গাইল এর ০.১৭ একব জমির মধ্যে জেলা প্রশাসকের নামে ০.১০ একর এবং ব্যক্তিনামে ০.০৭ একর জমি রেকর্ড হয়েছে। ৩১ ধারায় আপীল দায়ের করা। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নামে রেকর্ডকৃত জমির ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ-১৩/৪/১৫। (ঘ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কুষ্টিয়ার জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে মোকদ্দমা নং-২৩০/১৩ দায়ের করা হয়েছে, পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৭/০৪/১৫।	(ক) না দাবীপত্র দিয়ে নাম-জারী করতে হবে। (খ) ময়মনসিংহ এর মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
৪১	**বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর জমি ঃ** খাগড়াছড়ি জেলার বিনা'র ০.৩৮ একর জমির জন্য রীট পিটিশন নং-২২১২/১২ দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমাটি বর্তমানে ৯৩নং কজলিষ্টে আছে। ইহা ২১নং কোর্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। অন্য ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ নিয়েছেন বলে জানান।	(ক) অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন করে আইনগত পদক্ষেপ নিতে হবে। (খ) পরবর্তী সভায় এ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে।	ডিজি, বিনা

৪২	**ফরিদপুর জেলার বিজেআরআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** সড়ক বিভাগ কর্তৃক সম-পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করে বিজেআরআই এর সাথে এওয়াজের মাধ্যমে হস্তান্তর করার শর্তে ফরিদপুর বিজেআরআই এর ৩.০০ একর জমি দখল করা হয়। সর্বশেষ ২.৯৩ একর জমি অধিগ্রহনের নোটিশ করার পর বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বরাবর প্রস্তাব প্রেরিত হলে বিষয়টি না মঞ্জুর হয়। ফলে সড়ক বিভাগ কর্তৃক দখলকৃত জমির বিনিময় সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে উক্ত জমির মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর এবং সড়ক বিভাগে প্রস্তাব পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিজেআরআই মন্ত্রণালয়ে লেখার পর মন্ত্রণালয় থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত চেয়ে পত্র প্রেরণ করবে।	বিজেআরআই /আইন অধিশাখা
৪৩	**বিবিধ ঃ** (ক) টাস্কফোর্স সভার নোটিশ ও সভার কার্য-বিবরণীর কপি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moa.gov.bd খুলে Notice অপশনের Meeting/ Resolation দেখার জন্য এবং কোন ফিডব্যাক থাকলে nalinebasak@yahoo.com ই-মেইলে প্রেরণ করার জন্য সভার সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। (খ) পঞ্চগড় জেলার উপপরিচালকের অফিসের সামনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনা হয়। (গ) খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ি অংশের ২২ একর জমি এল.এ কেস নং-২৩-ডি/৭৬-৭৭ এর মাধ্যমে ডিএই'র জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। স্থানীয় জেলা পরিষদ অবৈধভাবে উক্ত হর্টিকালচার সেন্টারটি দখল করে নেয়। এ বিষয়ে হর্টিকালচারিষ্ট সভাকে অবহিত করেন এবং তিনি এই মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তা কামনা করে জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন।	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/ সংস্থাসহ টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট লিংক হতে সভার নোটিশ ও কার্য-বিবরণী ডাউনলোড করে সিদ্ধান্ত/ নির্দেশনামতে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কপিসহ সভায় উপস্থিত হবেন। (খ) পঞ্চগড় জেলা বিষয়টি জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে। জন অশান্তি (Public Nuisance) এর কারণে থানায় মামলা দায়ের করতে হবে। (ঘ) খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান এর ২২ একর জমি উদ্ধারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান টাস্কফোর্স সকল সদস্য/ ডিডি, পঞ্চগড়/ সহঃ হর্টিকালচারিষ্ট, খেজুরবাগান খাগড়াছড়ি
৪৪	**টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভা ঃ** টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি টাস্কফোর্স পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে সভার মতামত আহবান করেন।	টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভা আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, সকাল-১০.০০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা এবং টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য

সভায় অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩/২/২০১৪

(বেগম ভিকারুন নেছা)
অতিরিক্ত সচিব ও সভাপতি, টাস্কফোর্স
কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

তারিখ ঃ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

স্মারক নং-১২.০২৮০০৪.০৫.০১.০৩২.২০১২-৩৮

বিতরণ ঃ

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি/ধান/পাট/পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর/ ঢাকা/ ময়মনসিংহ/ পাবনা
৪। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী
৫। পরিচালক, (প্রশাঃ/সরেজমিন/হর্টিকালচার/উদ্ভিদ সংরক্ষণ/প্রশিক্ষণ/অর্থকরী ফসল উইং খামারবাড়ী, ঢাকা/বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
৬। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/পার্বত্য চট্টগ্রাম/সিলেট/ যশোর/রংপুর/রাজশাহী
৭। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ খাদিমনগর, সিলেট/শেরপুর
৮। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (প্রশাঃ ও পাঃ)/জেলা কার্যালয়, ঢাকা/গাজীপুর/টাংগাইল/বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/কুমিল্লা/ লক্ষীপুর/ফরিদপুর/নোয়াখালী/গাইবান্ধা/চট্টগ্রাম/চুয়াডাঙ্গা/সিলেট/খুলনা/কিশোরগঞ্জ/বরিশাল/পঞ্চগড়/মৌচাক হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর//নোয়াখলী হর্টিকালচার সেন্টার, নোয়াখালী।

৯। প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত মান-সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প, খামারবাড়ী, ঢাকা
১০।যুগ্ম-পরিচালক (সার/উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ১৬ গ্রীন রোড, ঢাকা/কাশিমপুর, গাজীপুর/ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামার, নশিপুর, দিনাজপুর
১১। যুগ্ম-সচিব (সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১২। মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা
১৩। হর্টিকালচারিষ্ট, আদাসগেট হর্টিঃ সেন্টার, ঢাকা/সোবহানবাগ হর্টিঃ সেন্টার, সাভার, ঢাকা/সহকারী হর্টিকালচারিষ্ট, খেজুরবাগান হর্টিঃ সেন্টার, খাগড়াছড়ি।
১৪। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর/বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ সদর, মুন্সীগঞ্জ / দাউদকান্দি,কুমিল্লা
১৫। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড় সিও অফিস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা/মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৬। ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১৭। উপ-সচিব (আইন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১৮। সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), গাবতলী বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতলী, ঢাকা
১৯। সহকারী পরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ
২০। নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, রাজালাখ হার্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুরোধসহ অনুলিপি ঃ

১। বেগম ভিকারুন নেছা, অতিরিক্ত সচিব ও সভাপতি, টাস্কফোর্স, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবলোকনের জন্য
৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/বগুড়া/সাতক্ষীরা/গাইবান্ধা/দিনাজপুর/খুলনা
৪। সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সচিব মহোদয়ের সদয় অবলোকনের জন্য
৫। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- কার্যবিবরণীটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/সম্প্রসারণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৩/২/২০১৫

(ড. নলিনী রঞ্জন বসাক)
উপ-সচিব (আইন)
কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৫২৩৭৭/০১৯১২১৩০৮১৭
ই-মেইল nalinebasak@yahoo.com